বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট , ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশ** গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন ও হাদিসের মর্ম অনুধাবন করার জন্য আরবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আর এ ভাষা আয়ত্ব করার জন্য উহার কাওয়াইদ (ব্যাকরণ) জানা আবশ্যক। এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে **কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْوَحْدَةُ الْأُوْلٰى : প্রথম ইউনিট

قِسْمُ عِلْمِ الصَّرْفِ

ইলমে সারফ অংশ

اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ : প্রথম পাঠ

تَعْرِيْفُ عِلْمِ الصَّرْفِ

ইলমে সারফের পরিচয়

عِلْمُ الصَّرْفِ -এর পরিচয় :

عِلْمُ الصَّرْفِ গঠিত। عِلْمٌ ও اَلصَّرْفُ এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে عِلْمُ الصَّرْفِ শব্দের অর্থ জানা, অবগত হওয়া, জ্ঞান, শাস্ত্র ইত্যাদি। আর اَلصَّرْفُ অর্থ পরিবর্তন, রূপান্তর। অতএব عِلْمُ الصَّرْفِ -এর সমন্বিত অর্থ হলো, রূপান্তর সম্পর্কিত জ্ঞান।

পরিভাষায় عِلْمُ الصَّرْفِ হচ্ছে -

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ هَيْئَاتِ الْكَلِمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَتَحْوِيْلِهَا إِلٰى صُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ .

অর্থাৎ, যে শাস্ত্রে আরবি শব্দের মূল গঠনপদ্ধতি ও রূপান্তরের নিয়মাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে عِلْمُ الصَّرْفِ বলে।

عِلْمُ الصَّرْفِ -এর আলোচ্য বিষয় :

عِلْمُ الصَّرْفِ -এর আলোচ্য বিষয় হলো-

اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ وَالْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ

অর্থাৎ, সকল রূপান্তরশীল ফে'ল ও সকল ইরাবগ্রহণকারী ইসম।

অতএব, যেসব ফে'ল রূপান্তরশীল নয়, যেমন أَفْعَالٌ جَامِدَةٌ এবং যেসব ইসম ইরাবগ্রহণকারী নয়, যেমন أَسْمَاءٌ مَبْنِيَّةٌ সেগুলো عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর উদ্দেশ্য :

عِلْمُ الصَّرْفِ -এর উদ্দেশ্য হলো-

حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الْخَطَاءِ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَمُرَاعَاةُ قَانُوْنِ اللُّغَةِ فِي الْكِتَابَةِ

অর্থাৎ আরবি শব্দসমূহের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া থেকে জবানকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আরবি লেখার ক্ষেত্রে ভাষার নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর নামকরণ :

اَلصَّرْفُ শব্দের অর্থ রূপান্তর। যেহেতু عِلْمُ الصَّرْفِ-এর মাধ্যমে আরবি শব্দসমূহ বিভিন্নভাবে রূপান্তর করার নিয়ম পদ্ধতি জানা যায়, তাই একে عِلْمُ الصَّرْفِ নামকরণ করা হয়েছে।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর প্রয়োগ:

اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ-এর ক্ষেত্রে مَصْدَرٌ থেকে فِعْلٌ مَاضٍ এবং فِعْلٌ مَاضٍ থেকে فِعْل مُضَارِعٌ এবং فِعْل مُضَارِعٌ থেকে اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ- اِسْمُ الْفَاعِلِ- فِعْلُ النَّهْيِ- فِعْلُ الْأَمْرِ ইত্যাদি গঠন করার মাধ্যমে عِلْمُ الصَّرْفِ-এর প্রয়োগ হয়।

আর اَلْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ-এর ক্ষেত্রে مُفْرَدٌ থেকে مُثَنًّى ও جَمْعٌ এবং مُذَكَّرٌ থেকে مُؤَنَّثٌ আর نَكِرَةٌ থেকে مَعْرِفَةٌ ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে عِلْمُ الصَّرْفِ-এর প্রয়োগ হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। عِلْمُ الصَّرْفِ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লেখ।

২। عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ বর্ণনা কর।

৩। কোন প্রকারের শব্দে عِلْمُ الصَّرْفِ প্রয়োগ হয়? উদাহরণসহ লেখ।

৪। عِلْمُ الصَّرْفِ-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।

اَلدَّرْسُ الثَّانِي : দ্বিতীয় পাঠ

اَلْكَلِمَةُ وَأَقْسَامُهَا

কালেমা ও তার প্রকারসমূহ

নিচের উদারণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

مُحَمَّدٌ (ﷺ) رَسُوْلُ اللهِ (মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল)।

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ (মসজিদ আল্লাহর ঘর)।

إِبْرَاهِيْمُ (عليه السلام) خَلِيْلُ اللهِ (ইবরাহীম (عليه السلام) আল্লাহর বন্ধু)।

أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ (আল্লাহ কোরআন অবতীর্ণ করেছেন)।

يَسْكُنُ سَعِيْدٌ فِي الْقَرْيَةِ (সাঈদ গ্রামে বাস করে)।

يُسَافِرُ خَالِدٌ إِلَى مَكَّةَ (খালিদ মক্কায় ভ্রমণ করবে)।

উপরের উদাহরণগুলোতে নিম্নরেখাবিশিষ্ট مُحَمَّدٌ (ﷺ) (মুহাম্মদ (ﷺ)) ; اَلْمَسْجِدُ (মসজিদ); إِبْرَاهِيْمُ (ইবরাহীম); أَنْزَلَ (অবতীর্ণ করেছেন); يَسْكُنُ (সে বাস করে); يُسَافِرُ (সে ভ্রমণ করবে); فِي (মধ্যে) ও إِلَى (পর্যন্ত) প্রত্যেকটি শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে।

তবে উল্লিখিত শব্দসমূহের মাঝে مُحَمَّدٌ (ﷺ) (মুহাম্মদ (ﷺ)); اَلْمَسْجِدُ (মসজিদ) ও إِبْرَاهِيْمُ (عليه السلام) (ইবরাহীম (عليه السلام)) শব্দগুলোর সাথে কালের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু أَنْزَلَ (অবতীর্ণ করেছেন) يَسْكُنُ (সে বাস করে) ও يُسَافِرُ (সে ভ্রমণ করবে) শব্দগুলোর সাথে তিনকালের মধ্যে কোনো একটির সাথে অবশ্যই সম্পর্ক রয়েছে। আবার فِي (মধ্যে) إِلَى (পর্যন্ত) শব্দ দুটি অন্যের সাহায্য ব্যতীত নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না।

اَلْقَوَاعِدُ

كَلِمَةٌ-এর পরিচয় : كَلِمَةٌ শব্দটি একবচন। বহুবচনে كَلِمَاتٌ ও كَلِمٌ; শব্দটি كَلْمٌ মূলধাতু থেকে গঠিত। كَلْمٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো- আঘাত করা, আহত করা। যেহেতু মানুষ كَلِمَةٌ তথা কথার মাধ্যমে একে অন্যের অন্তরে আঘাত দিয়ে থাকে। সেহেতু এটাকে كَلِمَةٌ নামকরণ করা হয়েছে। كَلِمَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ শব্দ বা পদ।

পরিভাষায় كَلِمَةٌ বলা হয়-

اَلْكَلِمَةُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ

অর্থাৎ কালেমা এমন শব্দ, যাকে একক অর্থ বোঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে।

যেমন- كِتَابٌ (বই), ذَهَبَ (সে গেল), فِي (মধ্যে) ইত্যাদি।

كَلِمَةٌ -এর প্রকার :

كَلِمَةٌ তিন প্রকার। যথা- ১. اِسْمٌ ; ২. فِعْلٌ ও ৩. حَرْفٌ

(ক) اِسْمٌ-এর পরিচয়:

اَلْاِسْمُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ .

অর্থাৎ, اِسْمٌ এমন كَلِمَةٌ কে বলে যা তিন কালের কোনো এক কালের সাথে সম্পর্ক রাখা ব্যতীত নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে।

যেমন- كِتَابٌ (একটি কিতাব), مَدْرَسَةٌ (একটি মাদরাসা) ও عَاصِمٌ (একজন ব্যক্তির নাম)।

(খ) فِعْلٌ-এর পরিচয় :

اَلْفِعْلُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا مُقْتَرِنًا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ .

অর্থাৎ, فِعْلٌ এমন كَلِمَةٌ কে বলে যা তিন কালের কোনো এক কালের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে।

যেমন- كَتَبَ (সে লিখেছে), يَدْخُلُ (সে প্রবেশ করছে বা করবে)।

(গ) حَرْفٌ-এর পরিচয় :

اَلْحَرْفُ كَلِمَةٌ لَا تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَلَا يَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ .

অর্থাৎ, حَرْفٌ এমন كَلِمَةٌ কে বলে যা নিজ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না এবং তিন কালের কোনো এক কালের সাথে তার অর্থ সম্পৃক্ত হয় না।

যেমন- فِـي (মধ্যে), إِلٰي (পর্যন্ত) مِنْ (হতে) ইত্যাদি।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। كَلِمَةٌ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। كَلِمَةٌ কে كَلِمَةٌ নামে কেন নামকরণ করা হয়েছে? বর্ণনা কর।

৩। اِسْمٌ ; فِعْلٌ ও حَرْفٌ এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪। নিম্নোক্ত বাক্যসমূহ থেকে اِسْمٌ ; فِعْلٌ ও حَرْفٌ আলাদা করে দেখাও :

اَلْإِسْلَامُ دِيْنُ التَّوْحِيْدِ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ)، اَلَّذِيْ بَعَثَ اللهُ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ جَمِيْعًا، وأَوَّلُهُم آدَمُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ. وَالْإِسْلَامُ هُوَ الدِّيْنُ الْبَاقِي اَلَّذِيْ نَسَخَ جَمِيْعَ الرِّسَالَاتِ قَبْلَهُ .

قَالَ اللهُ تَعَالٰى : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ . وَهُوَ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. وَهُوَ دِيْنٌ عَامٌّ لِجَمِيْعِ الْبَشَرِ. فَلِذَا تَكَفَّلَ اللهُ تَعَالٰى لِحِفْظِهِ. قَالَ تَعَالٰى : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُوْنَ.

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পাঠ

اَلْفِعْلُ وَأَقْسَامُهُ

ফে'ল ও তার প্রকারসমূহ

নিচের উদারণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

ذَهَبَ اللهُ بِنُوْرِهِمْ . (আল্লাহ তাদের নূর দূরীভূত করেছেন)।

وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ . (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন/করছেন)।

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ . (বলুন, তিনিই আল্লাহ একক)।

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ (তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না)।

উপরের উদাহরণগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, নিচে দাগ দেয়া প্রতিটি শব্দই اَلْفِعْلُ বা ক্রিয়া। প্রথম فِعْل টি অতীতকালের অর্থ প্রদান করে। দ্বিতীয় فِعْل টি বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের অর্থ প্রদান করে। তৃতীয় فِعْل টি কোনো কিছু করার আদেশ করে। আর চতুর্থ فِعْل টি কোনো কিছু করা থেকে নিষেধ করে।

اَلْقَوَاعِدُ

فِعْلٌ-এর পরিচয় :

فِعْلٌ শব্দটি একবচন। বহুবচনে أَفْعَالٌ আভিধানিক অর্থ- কাজ, ক্রিয়া। আর নাহু শাস্ত্রের পরিভাষায়-

هُوَ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِى نَفْسِهَا دَلَالَةً مُقْتَرِنَةً بِزَمَانِ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى

অর্থাৎ فِعْل এমন একটি শব্দ যা তার নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করতে পারে এবং ঐ অর্থ তিনটি কালের যে কোনো একটির সাথে মিলিত হয়।

যেমন- كَتَبَ (সে লিখল), يَكْتُبُ (সে লিখছে বা লিখবে) ইত্যাদি।

فِعْل-এর প্রকার : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে فِعْل-এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যথা-

(ক) রূপান্তর হিসেবে فِعْل দু প্রকার। যথা-

১. اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ তথা রূপান্তরশীল ক্রিয়াসমূহ।

২. اَلْأَفْعَالُ غَيْرُ الْمُتَصَرِّفَةِ / اَلْأَفْعَالُ الْجَامِدَةُ তথা রূপান্তরহীন ক্রিয়াসমূহ।

اَلْأَفْعالُ الْمُتَصَرِّفَةُ-এর পরিচয়: যে সকল فعل তথা ক্রিয়া مَاض ; مُضَارِع ; أَمْر ও نَهِي ইত্যাদিতে রূপান্তর হয়, তাকে اَلْأَفْعالُ الْمُتَصَرِّفَةُ বলে। যেমন- نَصَرَ - يَنْصُرُ - أُنْصُرْ ও لَاتَنْصُرْ ইত্যাদি।

اَلْأَفْعالُ الْجَامِدَةُ-এর পরিচয়: যে সকল فِعْل তথা ক্রিয়ার مَاضِ বা أَمْر-এর রূপান্তর ব্যতীত অন্য কোনো রূপান্তর হয় না, সেগুলোকে اَلْأَفْعالُ غَيْرُ الْمُتَصَرِّفَةِ বা اَلْأَفْعالُ الْجَامِدَةُ বলে। যেমন- كَرُبَ ; عَسٰى ; تَعَالٰ ইত্যাদি।

(খ) গঠনগতভাবে فِعل তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِى : যে فِعل দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى (অতীতকালীন ক্রিয়া) বলা হয়। যেমন- كَتَبْتُ (আমি লিখেছি), قَرَأْتَ (তুমি পড়েছ)।

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ : যে فِعل দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ করা হচ্ছে বা করা হবে বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ (বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া) বলা হয়। যেমন- تَجْلِسُ (তুমি বসছ বা বসবে), أَنْصُرُ (আমি সাহায্য করছি বা করব)।

৩. فِعْلُ الْأَمْرِ : যে فِعل দ্বারা কোনো কাজ করার আদেশ, নির্দেশ কিংবা অনুরোধ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ (আদেশসূচক ক্রিয়া) বলা হয়। যেমন- اِجْلِسْ (তুমি বস), اُنْصُرْ (তুমি সাহায্য কর)।

উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষায় فِعْلُ النَّهْيِ নামক অপর একটি فِعْل -এর রূপ রয়েছে। এটি মূলত اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ -এর একটি বিশেষ রূপ। যে فِعل দ্বারা কোনো কাজ না করার আদেশ, নির্দেশ কিংবা অনুরোধ করা হয় তাকে فِعْلُ النَّهْيِ (নিষেধসূচক ক্রিয়া) বলা হয়। যেমন- لَاتَجْلِسْ (তুমি বসো না), لَاتَنْصُرْ (তুমি সাহায্য কর না)।

(গ) فَاعِل তথা কর্তা হিসেবে فِعْل কে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ (কর্তৃবাচক ক্রিয়া) ও ২. اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ (কর্মবাচক ক্রিয়া)।

১. اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ : যে ক্রিয়ার فَاعِل উল্লেখ থাকে, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ বা اَلْفِعْلُ الْمَعْلُوْمُ (কর্তৃবাচক ক্রিয়া) বলে। যেমন- أَكَلَ سَاجِدٌ (সাজেদ খেয়েছে)। অর্থাৎ সাজেদ কর্তৃক খাওয়ার কাজ সম্পাদিত হয়েছে, এটি বাক্যে উল্লেখ আছে।

২. اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ : যে ক্রিয়ার فَاعِل উল্লেখ থাকে না, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ (কর্মবাচক ক্রিয়া) বলে। যেমন- كُتِبَ (লেখা হয়েছে)। এখানে লেখকের নাম উল্লেখ নেই।

(ঘ) مَفْعُوْلٌ তথা কর্ম হিসেবে فِعْل কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ (অকর্মক ক্রিয়া) ও

২. اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ (সকর্মক ক্রিয়া)।

১. اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ : অর্থ নির্দেশ করার জন্য যে فِعل-এর مَفْعُوْلٌ بِه প্রয়োজন হয় না, তাকে اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ (অকর্মক ক্রিয়া) বলে। যেমন- ذَهَبَ بَكْرٌ (বকর গিয়েছে)। বাক্যে ذَهَبَ এর অর্থ বোঝানোর জন্য কোনো مَفْعُوْلٌ-এর প্রয়োজন হয় না।

২. اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ : অর্থ নির্দেশ করার জন্য যে فِعل-এর مَفْعُوْلٌ بِه প্রয়োজন হয়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ (সকর্মক ক্রিয়া) বলে। যেমন-

نَصَرَ بَكْرٌ زَيْدًا (বকর যায়েদকে সাহায্য করেছে)। এ বাক্যে زَيْدًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ بِه ।

উল্লেখ্য, একমাত্র اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ কে اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ বানানো যায়।

(ঙ) ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিচারে فِعْل দু প্রকার। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ (হ্যাঁবাচক ক্রিয়া) ও

২. اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ (নাবাচক ক্রিয়া)

১. اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ : যে فِعل দ্বারা কোন কাজ সংঘটিত হওয়া বা করা বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ (হ্যাঁবাচক ক্রিয়া) বলে। যেমন- ذَهَبَ (সে গিয়েছে), يَسْمَعُ (সে শ্রবণ করছে/করবে)।

২. اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ : যে فِعل দ্বারা কোন কাজ সংঘটিত না হওয়া বা না করা বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ (নাবাচক ক্রিয়া) বলে। যেমন- مَا ذَهَبَ (সে যায়নি), لَا يَسْمَعُ (সে শ্রবণ করছে না/করবে না)।

(চ) ক্রিয়ার মূল অক্ষর হিসেবে فعل দু'প্রকার। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ ও

২. اَلْفِعْلُ الْمَزِيْدُ فِيْه

১. اَلْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ : যে فِعل-এর অতীতকালের وَاحِدٌ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগায় কোনো অতিরিক্ত অক্ষর থাকে না, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ বলে। যেমন- ذَهَبَ ؛ سَمِعَ؛ بَعْثَرَ ইত্যাদি।

২. اَلْفِعْلُ الْمَزِيْدُ فِيْه : যে فِعل-এর অতীতকালের وَاحِد مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগায় মূল অক্ষরের সাথে অতিরিক্ত অক্ষর থাকে, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَزِيْدُ فِيْه বলে। যেমন- اِجْتَنَبَ ؛ تَسَرْبَلَ ইত্যাদি।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। فِعْل-এর সংজ্ঞা দাও। রূপান্তরভেদে فِعْل কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

২। হ্যাঁবাচক ও নাবাচক বিচারে فعل এর প্রকারসমূহ উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৩। গঠনগত দিক থেকে فعل কত প্রকার? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৪। নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ হতে فعل সমূহ বের কর :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِيْ لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ : চতুর্থ পাঠ

اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ: أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে'লে মাদী : তার প্রকার ও রূপান্তরসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

اِجْتَهَدَ الطَّالِبُ فِى الْقِرَائَةِ (ছাত্রটি পড়ায় পরিশ্রম করেছে)।

قَدْ اِنْتَصَرَ الْجُنُوْدُ (সৈন্যবাহিনী এইমাত্র জয় লাভ করল)।

كَانَ اِسْتَغْفَرَ الطَّالِبُ (ছাত্রটি ক্ষমা চেয়েছিল)।

اَلْمُعَلِّمُوْنَ كَانُوْا يُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ (শিক্ষকগণ কিতাব শিক্ষা দিতেন)।

لَعَلَّما اِنْتَقَمَ خَالِدٌ (সম্ভবত খালিদ প্রতিশোধ নিল)।

لَيْتَما اِعْتَصَمُوْا الْقُرْآنَ (যদি তারা কোরআনকে আঁকড়ে ধরত)।

উদাহরণগুলোতে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নিম্নে রেখাবিশিষ্ট প্রত্যেকটি শব্দ অতীত কালের অর্থ প্রকাশ করলেও একেকটি একেক ধরনের।

প্রথম বাক্যে اِجْتَهَدَ শব্দটি দ্বারা সাধারণত অতীত কালে পরিশ্রম করল বোঝায়।

দ্বিতীয় বাক্যে قَدْ اِنْتَصَرَ শব্দ দ্বারা একটু আগে বিজয় লাভ করেছে বোঝায়।

তৃতীয় বাক্যে كَانَ اِسْتَغْفَرَ দ্বারা দূরবর্তী অতীত কালে ক্ষমা চেয়েছিল বোঝায়।

চতুর্থ বাক্যে كَانُوْا يُعَلِّمُوْنَ দ্বারা শিক্ষা দানের কাজটি অতীত কালে চলমান ছিল বোঝায়।

পঞ্চম বাক্যে لَعَلَّما اِنْتَقَمَ দ্বারা অতীত কালে কাজে প্রতিশোধ নেওয়ার সন্দেহ বোঝায়।

ষষ্ঠ বাক্যে لَيْتَما اِعْتَصَمُوا শব্দ দ্বারা অতীত কালে আঁকড়ে ধরার আকাঙ্ক্ষা বোঝায়।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْفِعْلُ الْمَاضِى-এর পরিচয়: اَلْمَاضِى শব্দটি اِسْمُ الفَاعِلِ-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- বিগত, অতীত। পরিভাষায় اَلْفِعْلُ الْمَاضِى হলো-

هُوَ مَادَلَّ عَلٰى حَالَةٍ أَوْ حَدَثٍ فِى زَمَانٍ قَبْلَ الَّذِىْ أَنْتَ فِيْه .

অর্থাৎ, তুমি যে সময়ে বর্তমান আছ, তার পূর্বেকার সময়ে কোনো অবস্থা বা ঘটনার উপর ইঙ্গিত করে এমন ক্রিয়াপদকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى বলে। আরো সহজভাবে বলা যায়, যে فِعْل দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছিল বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى বলে। যেমন-
اَلرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (দয়াময় প্রভু কুরআন শেখালেন)। এ আয়াতে عَلَّمَ শব্দটি ফে'লে মাদী।

اَلْفِعْلُ الْمَاضِى-এর প্রকার :

অতীতকালের তারতম্য অনুসারে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى কে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. اَلْمَاضِيُ اَلْمُطْلَقُ	২. اَلْمَاضِيُ اَلْقَرِيْبُ
৩. اَلْمَاضِيُ اَلْبَعِيدُ	৪. اَلْمَاضِيُ الْاِسْتِمْرَارِيُّ
৫. اَلْمَاضِيُ الْاِحْتِمَالِيُّ	৬. اَلْمَاضِيُ التَّمَنِّيُّ

নিম্নে এ গুলোর পরিচয় ও গঠনপ্রণালী আলোচনা করা হলো-

১. اَلْمَاضِى اَلْمُطْلَقُ-এর পরিচয়: যে فعل তথা ক্রিয়া দ্বারা সাধারণভাবে অতীত কালে কোন কাজ করল বা সংঘটিত হলো বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِى اَلْمُطْلَقُ (সাধারণ অতীত কাল) বলে। যেমন- قَرَأَ (সে পড়ল), كَتَبَ (সে লিখল)।

গঠন প্রণালী : اَلْمَاضِى اَلْمُطْلَقُ সাধারণত مَصْدَر তথা ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত হয়। তিন অক্ষরবিশিষ্ট فعل এর ف কালেমায় فَتْحَة (যবর) এবং ع কালেমায় বাব অনুযায়ী ضَمَّة (পেশ) فَتْحَة (যবর) বা كَسْرَة (যের) দিয়ে ل কালেমায় فَتْحَة (যবর) দিলে اَلْمَاضِى اَلْمُطْلَقُ এর اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ এর সীগাহ গঠিত হয়।

২. اَلْمَاضِى الْقَرِيْبُ-এর পরিচয়: যে فعل দ্বারা অতীত কালের নিকটতম সময় অর্থাৎ কিছুক্ষণ পূর্বে কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছে বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِى الْقَرِيْبُ (নিকটবর্তী অতীত কাল) বলে। যেমন- قَدْ قَرَأَ (সে এইমাত্র পড়ল), قَد كَتَبَ (সে এইমাত্র লিখল)।

গঠন প্রণালী: اَلْفِعْلُ الْمَاضِى الْمُطْلَقُ-এর সীগাহসমূহের পূর্বে قَد যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى الْقَرِيْبُ এর ১৪টি সীগাহ গঠিত হয়। قَد শব্দটি সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন- قَد نَصَرْتُ (আমি এইমাত্র সাহায্য করেছি), قَد حَفِظَ (সে এইমাত্র মুখস্থ করেছে)।

৩. **اَلْمَاضِى الْبَعِيدُ-এর পরিচয় :** যে اَلفِعْلُ الْمَاضى দ্বারা দূরবর্তী অতীত কালে কোনো কাজ করেছিল বা হয়েছিল বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِى الْبَعِيدُ (দূরবর্তী অতীত কাল) বলে। যেমন- كُنْتُ ذَهَبْتُ (আমি অনেক আগে গিয়েছিলাম), كُنّا غَسَلْنَا (আমি অনেক আগেই গোসল করেছি)।

গঠন প্রণালী: اَلْمَاضِى الْمُطْلَقُ-এর পূর্বে كَانَ যোগ করলে اَلفِعْلُ الْمَاضِى الْبَعِيدُ এর সীগাহ গঠিত হয়। যেমন كَانَ فَعَلَ । উল্লেখ্য كان শব্দটি চৌদ্দটি সীগাহর সাথে রূপান্তর হয়।

যেমন- كَانَ فَتَحَ (সে খুলেছিল), كُنْتُ صَبَرْتُ (আমি ধৈর্য ধরেছিলাম)।

৪. **اَلْمَاضِى الْاِسْتِمْرَارِيُّ-এর পরিচয়:** যে فعل দ্বারা অতীত কালে ব্যাপক সময় পর্যন্ত কোনো কাজ চলছিল বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِى الْاِسْتِمْرَارِى (চলমান অতীত কাল) বলে। যেমন- كَانَ يَكْبُرُ (সে বড় হচ্ছিল), كَانُوْا يَنَامُوْنَ (তারা ঘুমাচ্ছিল)।

গঠন প্রণালী: اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর পূর্বে كَانَ যোগ করলে اَلْمَاضِى الْاِسْتِمْرَارِى-এর সীগাহ হয়। যেমন كَانَ يَكْتُبُ (সে লিখতেছিল)। উল্লেখ্য, كَانَ শব্দটিও মূল সীগাহর সাথে রূপান্তর হবে। যেমন- كَانَ يَذْهَبُ ؛ كَانَا يَذْهَبَان ؛ كانُوا يَذْهَبُون

৫. **اَلْمَاضِى الْاِحْتِمَالِيُّ-এর পরিচয়:** যে فعل তথা ক্রিয়া দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِى الْاِحْتِمَالِيُّ (সম্ভাবনামূলক অতীত কাল) বলে। যেমন- لَعَلَّما عَمِلَ (সম্ভবত সে আমল করেছে)

গঠন প্রণালী: اَلْمَاضِى الْمُطْلَقُ এর পূর্বে لَعَلَّما শব্দ যোগ করলে اَلْمَاضِى الْاِحْتِمَالِيُّ এর সীগাহ গঠিত হয়। যেমন- لَعَلما قَامَ (সম্ভবত সে দাঁড়িয়ে ছিলো)। لَعَلَّما শব্দটি সবসময় একই অবস্থায় থাকবে, অর্থাৎ রূপান্তর হবে না।

৬. **اَلْمَاضِى التَّمَنِّيُّ-এর পরিচয়:** যে فعل তথা ক্রিয়া দ্বারা অতীত কালে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার আকঙ্খা প্রকাশ করা হয়, তাকে اَلْمَاضِى اَلتَّمَنِّيُّ (আকাঙ্খামূলক অতীত কাল) বলে। যেমন- لَيْتَمَا قرأَ (যদি সে পড়তো/পড়ে থাকত)

গঠন প্রণালী: اَلْمَاضِى الْمُطْلَقُ-এর পূর্বে لَيْتَمَا শব্দ যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى اَلتَّمَنِّيُّ এর সীগাহ গঠিত হয়। যেমন- لَيْتَمَا جَلَسَ (যদি সে বসতো), لَيْتَمَا نَامَ (যদি সে ঘুমাতো)। لَيْتَمَا শব্দটি সব সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

বিঃ দ্রঃ ثُلَاثِيْ مُجَرَّد এর রূপান্তর তোমরা ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়েছ। তাই ثُلَاثِيْ مَزِيْد فِيْه এর রূপান্তর এখানে দেয়া হলো। প্রকারভেদ অনুযায়ী اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ এর ছয়টি রূপান্তর হয়। আবার প্রত্যেক প্রকারের اَلْمَعْرُوْف ؛ اَلْمَجْهُوْل এবং اَلْمُثْبَتْ ؛ اَلْمَنْفِيُّ রয়েছে।

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُطْلَق اَلْمُثْبَت لِلْمَعْرُوْفِ

হ্যাঁবাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ	اَلْمَعْنٰى	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
اِجْتَنَبَ	সে (একজন পুরুষ) বিরত থাকল	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبَا	তারা (দুজন পুরুষ) বিরত থাকল	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبُوْا	তারা (সকল পুরুষ) বিরত থাকল	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبَتْ	সে (একজন মহিলা) বিরত থাকল	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبَتَا	তারা (দুজন মহিলা) বিরত থাকল	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبْنَ	তারা (সকল মহিলা) বিরত থাকল	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) বিরত থাকলে	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) বিরত থাকলে	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) বিরত থাকলে	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتِ	তুমি (একজন মহিলা) বিরত থাকলে	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتُمَا	তোমরা (দুজন মহিলা) বিরত থাকলে	اَلْمُثَنَّى اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتُنَّ	তোমরা (সকল মহিলা) বিরত থাকলে	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتُ	আমি (একজন পুরুষ/মহিলা) বিরত থাকলাম	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
اِجْتَنَبْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/মহিলা) বিরত থাকলাম	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِىْ اَلْمُطْلَق اَلْمُثْبَت لِلْمَجْهُوْلِ

হ্যাঁবাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ	اَلْمَعْنٰى	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
أُجْتُنِبَ	তাকে (একজন পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
أُجْتُنِبَا	তাদেরকে (দুজন পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
أُجْتُنِبُوا	তাদেরকে (সকল পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
أُجْتُنِبَتْ	তাকে (একজন মহিলা) বিরত রাখা হলো	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
أُجْتُنِبَتَا	তাদেরকে (দুজন মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
أُجْتُنِبْنَ	তাদেরকে (সকল মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
أُجْتُنِبْتَ	তোমাকে(একজন পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
أُجْتُنِبْتُمَا	তোমাদেরকে (দুজন পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
أُجْتُنِبْتُمْ	তোমাদেরকে (সকল পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
أُجْتُنِبْتِ	তোমাকে (একজন মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
أُجْتُنِبْتُمَا	তোমাদেরকে (দুজন মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْمُثَنَّى اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
أُجْتُنِبْتُنَّ	তোমাদেরকে (সকল মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
أُجْتُنِبْتُ	আমাকে (একজন পুরুষ/মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
أُجْتُنِبْنَا	আমাদেরকে (দুজন/সকল পুরুষ/মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِىْ اَلْمُطْلَق اَلْمَنْفِى لِلْمَعْرُوْفِ

নাবাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ	اَلْمَعْنٰى	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
مَا اجْتَنَبَ	সে (একজন পুরুষ) বিরত থাকল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتَنَبَا	তারা (দুজন পুরুষ) বিরত থাকল না	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتَنَبُوا	তারা (সকল পুরুষ) বিরত থাকল না	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتَنَبَتْ	সে (একজন মহিলা) বিরত থাকল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتَنَبَتَا	তারা (দুজন মহিলা) বিরত থাকল না	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتَنَبْنَ	তারা (সকল মহিলা) বিরত থাকল না	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتَنَبْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) বিরত থাকলে না	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتَنَبْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) বিরত থাকলে না	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتَنَبْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) বিরত থাকলে না	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتَنَبْتِ	তুমি (একজন মহিলা) বিরত থাকলে না	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتَنَبْتُمَا	তোমরা (দুজন মহিলা) বিরত থাকলে না	اَلْمُثَنَّى اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتَنَبْتُنَّ	তোমরা (সকল মহিলা) বিরত থাকলে না	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتَنَبْتُ	আমি (একজন পুরুষ/মহিলা) বিরত থাকলাম না	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
مَا اجْتَنَبْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/মহিলা) বিরত থাকলাম না	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِىْ اَلْمُطْلَق اَلْمَنْفِى لِلْمَجْهُوْلِ

নাবাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ	اَلْمَعْنٰى	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
مَا اجْتُنِبَ	তাকে (একজন পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتُنِبَا	তাদেরকে (দুজন পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتُنِبُوا	তাদেরকে (সকল পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتُنِبَتْ	তাকে (একজন মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتُنِبَتَا	তাদেরকে (দুজন মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتُنِبْنَ	তাদেরকে (সকল মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا اجْتُنِبْتَ	তোমাকে (একজন পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتُنِبْتُمَا	তোমাদেরকে (দুজন পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتُنِبْتُمْ	তোমাদেরকে (সকল পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتُنِبْتِ	তোমাকে (একজন মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتُنِبْتُمَا	তোমাদেরকে (দুজন মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْمُثَنَّى اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتُنِبْتُنَّ	তোমাদেরকে (সকল মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اجْتُنِبْتُ	আমাকে (একজন পুরুষ/মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
مَا اجْتُنِبْنَا	আমাদেরকে (দুজন/সকল পুরুষ/মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

শিক্ষার্থীর কাজ : এখানে উদাহরণ সরূপ اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ-এর প্রথম চারটি রূপান্তর উল্লেখ করা হলো। এ পদ্ধতিতে مَاض-এর অন্যান্য রূপান্তর লিখে শিক্ষককে দেখাবে। শিক্ষক মহোদয় অনুরূপ আরো মাসদার লেখিয়ে দিবেন।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। اَلْفِعْلُ الْمَاضِىْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। اَلْفِعْلُ الْمَاضِى الْمُطْلَق কাকে বলে? গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ।

৩। مَاضٍ قَرِيْبٌ ও مَاضٍ بَعِيْدٌ এর গঠন প্রণালী আলোচনা কর।

৪। مَاضٍ مُطْلَقْ مَعْرُوْف এর রূপান্তর লেখ। اَلْإِكْرَامُ মাসদার দিয়ে

৫। مَاضٍ بَعِيْد مَعْرُوْف এর রূপান্তর লেখ। اَلْاِجْتِنَابُ মাসদার দিয়ে

৬। مَاضٍ اِسْتِمْرَارِى এর রূপান্তর লেখ। اَلتَّعْلِيْمُ মাসদার দিয়ে

৭। নিচের অনুচ্ছেদ হতে فِعْلٌ مَاضٍ এর সীগাহসমূহ বের কর:

أَسْلَمَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ تَرَدُّدٍ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ، ثُمَّ أَخَذَ يَدْعُوْ لِدِيْنِ اللهِ، فَاسْتَجَابَ لَهُ عَدَدٌ مِّنْ قُرَيْشٍ، وَكَانَ مِنْ اَغْنِيَاءِ مَكَّةَ، كَانَ يَعْمَلُ بِالتِّجَارَةِ، أَنْفَقَ أَمْوَالَهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ فِي هٰذِهِ الْأُمَمِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِى ذٰلِكَ أَحَدٌ ـ

اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ : পঞ্চম পাঠ

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ : أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে'লে মুদারে : তার প্রকার ও রূপান্তরসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

اَلْمُدَرِّسُوْنَ يُدَرِّسُوْنَ فِى الصَّفِّ. (শিক্ষকগণ ক্লাসে পাঠদান করেন)।

لَا نُصَدِّقُ الْكَاذِبِيْنَ. (আমরা মিথ্যাবাদীদের বিশ্বাস করি না)।

لَمْ يُؤْمِنْ اَبُوْ جَهْلٍ. (আবু জাহেল ইমান আনেনি)।

لَنْ أَكْذِبَ. (আমি কখনো মিথ্যা বলব না)।

لَنُبَلِّغَنَّ الْإِسْلَامَ عِنْدَ النَّاسِ. (আমরা অবশ্যই মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেব)।

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নিম্ন রেখাবিশিষ্ট يُدَرِّسُون ; لا نُصَدِّق ; لَمْ يُؤْمِنْ ; لَنْ أَكْذِبَ ; لَنُبَلِّغَنَّ প্রত্যেকটি শব্দই বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের রূপ কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশ করলেও এগুলোর মাঝে গঠনগত ও অর্থগত ভিন্নতা রয়েছে। যেমন-

প্রথম বাক্যে يُدَرِّسُون শব্দ দ্বারা সাধারণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের হ্যাঁবাচক অর্থ বোঝায়। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে لا نُصَدِّق শব্দ দ্বারা নেতিবাচক অর্থ বোঝায়।

তৃতীয় বাক্যে لَمْ يُؤْمِنْ শব্দ দ্বারা বর্তমান কালে অতিতের কোনো কাজ অস্বীকার করা বোঝায়। চতুর্থ বাক্যে لَنْ أَكْذِبَ শব্দ দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের কোনো কাজে দৃঢ়ভাবে নাবাচক অর্থ বোঝায়।

আর পঞ্চম বাক্যে لَنُبَلِّغَنَّ শব্দ দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের কোনো কাজে নিশ্চয়তাসূচক হ্যাঁবাচক অর্থ বোঝায়।

সুতরাং সাধারণত বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন হ্যাঁবাচক অর্থ প্রকাশ করায় يُدَرِّسُوْنَ শব্দটিকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ এবং বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন নাবাচক অর্থ প্রকাশ করায় لا نُصَدِّق শব্দটিকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيّ বলে।

আর لَمْ يُؤْمِنْ শব্দ দ্বারা অতীত কালের কাজ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে, তাই এ শব্দটিকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَمِ الْجُحُوْد এবং ভবিষ্যতের কাজকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করায় لَنْ أَكْذِبَ-কে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَن التَّاكِيْدِ বলে। আর ভবিষ্যতের কাজকে নিশ্চয়তাসূচক হ্যাঁবাচক অর্থ প্রকাশ করায় لَنُبَلِّغَنَّ কে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُؤَكَّدُ بِلَام التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর পরিচয় : اَلْمُضَارِعُ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ এর মাসদার اَلْمُضَارَعَةُ হতে গঠিত اِسْمُ الْفَاعِلِ-এর সীগাহ। এর অর্থ- সদৃশ, অনুরূপ ইত্যাদি। পরিভাষায় اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ হল-

هُوَ الفِعْلُ الَّذِى يَدُلُّ عَلٰى عَمَلٍ أَوْ حَالَةٍ يَحْصُلَانِ فِـى الزَّمَنِ الْـحَاضِرِ أَوِ الْمُسْتَقْبِلِ .

অর্থাৎ, اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এমন فعل কে বলে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ বা অবস্থা সংঘটিত হওয়ার ওপর ইঙ্গিত করে।

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ -এর প্রকার: اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। তা হল-

১. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ

৩. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيّ بِلَمِ الْجُحُوْد

৪. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيّ بِلَن التاكِيْدِ

৫. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُؤَكَّدُ بِلَام التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ

بَيَانُ الفِعلِ المُضارِعِ المُثْبَتِ

হ্যাঁবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয়: اَلْمُثْبَتُ শব্দের আভিধানিক অর্থ- হ্যাঁবাচক। পরিভাষায় যে فعل দ্বারা সাধারণভাবে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ বলে।

যেমন- يُكْرِمُ (সে সম্মান করছে বা করবে)।

গঠন প্রণালী: اَلْفِعْلُ الْمَاضِي থেকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ গঠন করা হয়। তবে মূল অক্ষরের তারতম্যের কারণে এ গঠনরীতিতে পৃথক পৃথক নিয়ম অবলম্বন করতে হয়। যেমন-

প্রথম পদ্ধতি: তিন অক্ষর বিশিষ্ট اَلْفِعْلُ الْمَاضِي থেকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর সীগাহসমূহ গঠন করতে হলে عَلَامَةُ الْمُضَارِع তথা مُضَارِع-এর চারটি চিহ্ন ن ـ ي ـ ت ـ أ (সংক্ষেপে اَتَيْنَ বা (نأتي) এর যেকোনো একটি مَاضِ-এর সীগাহর শুরুতে যোগ করে শেষাক্ষরে পেশ দিতে হবে। فَاء كَلِمَةْ কে সাকিন করা হবে এবং عَيْن كَلِمَةْ তে বাব অনুসারে যবর, যের ও পেশ হবে।

যেমন- نَصَرَ থেকে يَنْصُرُ ; فَتَحَ থেকে يَفْتَحُ ; ضَرَبَ থেকে يَضْرِبُ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: চার অক্ষরবিশিষ্ট اَلْفِعْلُ الْمَاضِي থেকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর সীগাহসমূহ গঠন করতে হলে مَاضِ এর প্রথমে عَلَامَةُ الْمُضَارِع যোগ করতে হবে এবং عَلَامَةُ الْمُضَارِع টি ضَمَّة তথা পেশবিশিষ্ট হবে আর فَاء كَلِمَةْ তে فَتْحَة দিতে হবে।

যেমন- بَعْثَرَ থেকে يُبَعْثِرُ ও قَنْطَرَ থেকে يُقَنْطِرُ

আর চার অক্ষরবিশিষ্ট مَاضِ এর প্রথম অক্ষর যদি হামযা হয়, তাহলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর সীগাহ গঠনের সময় হামযা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন- أَكْرَمَ থেকে يُكْرِمُ ও أَخْرَجَ থেকে يُخْرِجُ ইত্যাদি।

তৃতীয় পদ্ধতি: ماض তে যদি অক্ষর সংখ্যা চারের বেশি হয়; সেক্ষেত্রেও عَلَامَة الْمُضَارِع টি فتحة (যবর) বিশিষ্ট হবে। যেমন-
تَسَرْبَلَ থেকে يَتَسَرْبَلُ ও تَقَبَّلَ থেকে يَتَقَبَّلُ এবং اِجْتَنَبَ থেকে يَجْتَنِبُ ইত্যাদি।

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِيِّ
নাবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয় : اَلْمَنْفِيّ এর আভিধানিক অর্থ- নাবাচক, যা করা হয়নি। পরিভাষায় যে فعل দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের কোনো কাজ না করা বা না হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ বলে। যেমন- لَا يَنَامُ (সে ঘুমায় না)।

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُثْبَتُ-এর গঠনপ্রণালী اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ এর পূর্বে না অর্থবোধক لَا অব্যয় যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ গঠিত হয়। এ অবস্থায় اَلْمُضَارِعُ-এর শব্দে কোনো পরিবর্তন হবে না। তবে অর্থের ক্ষেত্রে হ্যাঁবাচকের পরিবর্তে নাবাচক হবে। যেমন- يَجْتَهِدُ থেকে لَا يَجْتَهِدُ (সে চেষ্টা করে না বা করবে না)।

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِيِّ بِلَمِ الْجُحُوْد

অস্বীকৃতিজ্ঞাপক لَمْ যোগে নাবাচক ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয়: যে فِعْل দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ না করা বা না হওয়ার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ بِلَمِ الْجُحُوْد বলে। যেমন- لَمْ يَغْسِلْ (সে গোসল করেনি)।

অতীত কালের কোনো কাজের অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে اَلْمَنْفِيُّ بِلَمْ ব্যবহার করা হয়। এটি মূলত اَلْفِعْلُ الْمَاضِى اَلْمَنْفِي অর্থ দেয়। যেমন- مَا نَامَ (সে ঘুমায়নি)। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, اَلْمَنْفِيُّ بِلَمْ-এর অর্থের মাঝে না করার বা না হওয়ার দৃঢ়তা পাওয়া যায়।

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর সীগার পূর্বে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক لَمْ যোগ করলেই اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ بِلَمْ গঠিত হয়। لَم-টি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর পূর্বে এসে পাঁচ প্রকার পরিবর্তন সাধন করে। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর অর্থকে اَلْمَاضِى اَلْمَنْفِيُّ এর অর্থে পরিণত করে।

২. لَم পাঁচটি সীগার শেষে সুকূন প্রদান করে; যদি শেষবর্ণ اَلْحَرْفُ الصَّحِيحُ হয়। সীগাগুলো হলো-

ক. اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ যেমন- لَمْ يَفْعَلْ

খ. اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّث لِلْغَائِبِ যেমন- لَمْ تَفْعَلْ

গ. اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন- لَمْ تَفْعَلْ

ঘ. اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ যেমন- لَمْ أَفْعَلْ

ঙ. اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ যেমন- لَمْ نَفْعَلْ

৩. শেষ বর্ণে حَرْفُ الْعِلَّةِ হলে তা বিলোপ করে দেয়। যেমন- يَخْشٰى থেকে لَمْ يَخْشَ ও يَدْعُو থেকে لم يَدْعُ ইত্যাদি।

৪. لَم সাতটি সীগাহ থেকে اَلنُّوْن الإِعْرَابِيُّ কে বিলোপ করে দেয়। সীগাগুলো হলো-

اَلْمُثَنّى এর চারটি সীগাহ যথা-

ক. لَمْ تَفْعَلَا -এর اَلْمُثَنّى الْمُذَكَّرُ لِلْغائِبِ যেমন

খ. لَمْ تَفْعَلَا -এর اَلْمُثَنّى الْمُؤَنَّث لِلْغائِبِ যেমন

গ. لَمْ تَفْعَلَا -এর اَلْمُثَنّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন

ঘ. لَمْ تَفْعَلَا -এর اَلْمُثَنّى الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ যেমন

اَلْـجَمْعُ এর দুটি যথা-

চ. لَمْ يَفْعَلُوْا -এর اَلْـجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغائِبِ যেমন

ছ. لَمْ تَفْعَلُوْا -এর اَلْـجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন

الْمُفْرَد এর একটি যথা-

জ. لَمْ تَفْعَلِيْ -এর اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ যেমন

৫. দুটি সীগার শেষে কোনো পরিবর্তন হয় না। যথা-

ক. لَمْ يَفْعَلْنَ -এর اَلْـجَمْعُ الْمُؤَنَّث لِلْغائِبِ যেমন

খ. لَمْ تَفْعَلْنَ -এর اَلْـجَمْعُ الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ যেমন

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِيِّ بِلَنِ التَّاكِيْدِ

দৃঢ়তাজ্ঞাপক لَنْ যোগে নাবাচক ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয় : যে فِعْل দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ সংঘটিত না হওয়া বা না করার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ بِلَنِ التَّاكِيْدِ বলে। যেমন- لَن يَفْعَلَ (সে কখনো করবে না)।

গঠনপ্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ بِلَنِ التَّاكِيْدِ এর পূর্বে নাবাচক لَنْ যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ গঠিত হয়।

لَنْ এর বৈশিষ্ট্য: لَنْ এর আমল হলো-

১. لَن এসে اَلْمُضَارِع কে اَلْمُسْتَقبلُ তথা ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রদানে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ কখনো না হওয়া বা না করার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করে।

২. لَن এসে اَلفعل المُضارِعُ এর পাঁচটি সীগাহ বা রূপের শেষে নসব দেয়। সীগাগুলো হলো-

ক. لَنْ يَفْعَلَ -যেমন اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغائِبِ

খ. لَنْ تَفْعَلَ -যেমন اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّث للْغائِبِ

গ. لَنْ تَفْعَلَ -যেমন اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ

ঘ. لَنْ أَفْعَلَ -যেমন اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ

ঙ. لَنْ نَفْعَلَ -যেমন اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

৩. সাতটি সীগাহ থেকে اَلنُّوْن الإِعْرَابِيَّةُ কে বিলোপ করে দেয়। সীগাগুলো হলো-

ক. اَلتَّثْنِيَّةُ এর চারটি সীগাহ। যথা- لَنْ يَّفْعَلَا ـ لَنْ تَفْعَلَا ـ لَنْ تَفْعَلَا ـ لَنْ تَفْعَلَا

খ. اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ ও اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغائِبِ এর দুটি সীগাহ।
যেমন- لَنْ تَفْعَلُوْا - لَنْ يَّفْعَلُوْا

গ. اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ এর একটি সীগাহ। যথা- لَنْ تَفْعَلِيْ

৪. দু'টি সীগার শেষে কোনো পরিবর্তন হয় না। সীগাগুলো হলো-

ক. الجَمْعُ الْمُؤَنَّث لِلْغائِبِ যেমন- لَنْ يَفْعَلْنَ

খ. الجَمْعُ الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ যেমন- لَنْ تَفْعَلْنَ

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُؤَكَّدِ بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ

নিশ্চয়তাজ্ঞাপক لَامْ ও نُوْن যোগে ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয় : যে فعل দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে নিশ্চিতভাবে কোনো কাজ করবে বা করা হবে বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُؤَكَّدُ بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ বলা হয়। যেমন- لَيَنْصُرَنَّ (সে অবশ্যই সাহায্য করবে)।

গঠন প্রণালী : فِعْلٌ مُضارِعٌ-এর সীগাসমূহের শুরুতে لَامُ التَّاكِيْدِ এবং শেষে نُوْنُ التَّاكِيْدِ যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُؤَكَّدُ بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ-এর সীগাসমূহ গঠিত হয়; لَامُ التَّاكِيْدِ সর্বদা যবরযুক্ত হবে। যেমন- لَيَذْهَبَنَّ (সে নিশ্চয়ই যাবে)।

نُوْنُ التَّاكِيْدِ দু'প্রকার। যথা-

১. نُوْنٌ ثَقِيْلَةٌ তথা তাশদীদবিশিষ্ট নূন। ২. نُوْنٌ خَفِيْفَةٌ তথা সাকিনবিশিষ্ট নূন।

تَصْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُثْبَتِ الْمَعْرُوْفِ

হ্যাঁবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

اَلْاِجْتِنَابُ	الاِسْتِنْصَارُ	الاِنْفِطَارُ	الاِكْرَامُ	التَّصْرِيْفُ	اَلْمُقَاتَلَةُ	تَرْتِيبُ الصِّيغَةِ
يَجْتَنِبُ	يَسْتَنْصِرُ	يَنْفَطِرُ	يُكْرِمُ	يُصَرِّفُ	يُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
يَجْتَنِبَانِ	يَسْتَنْصِرَانِ	يَنْفَطِرَانِ	يُكْرِمَانِ	يُصَرِّفَانِ	يُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
يَجْتَنِبُوْنَ	يَسْتَنْصِرُوْنَ	يَنْفَطِرُوْنَ	يُكْرِمُوْنَ	يُصَرِّفُوْنَ	يُقَاتِلُوْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
تَجْتَنِبُ	تَسْتَنْصِرُ	تَنْفَطِرُ	تُكْرِمُ	تُصَرِّفُ	تُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
تَجْتَنِبَانِ	تَسْتَنْصِرَانِ	تَنْفَطِرَانِ	تُكْرِمَانِ	تُصَرِّفَانِ	تُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
يَجْتَنِبْنَ	يَسْتَنْصِرْنَ	يَنْفَطِرْنَ	يُكْرِمْنَ	يُصَرِّفْنَ	يُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
تَجْتَنِبُ	تَسْتَنْصِرُ	تَنْفَطِرُ	تُكْرِمُ	تُصَرِّفُ	تُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
تَجْتَنِبَانِ	تَسْتَنْصِرَانِ	تَنْفَطِرَانِ	تُكْرِمَانِ	تُصَرِّفَانِ	تُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
تَجْتَنِبُوْنَ	تَسْتَنْصِرُوْنَ	تَنْفَطِرُوْنَ	تُكْرِمُوْنَ	تُصَرِّفُوْنَ	تُقَاتِلُوْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
تَجْتَنِبِيْنَ	تَسْتَنْصِرِيْنَ	تَنْفَطِرِيْنَ	تُكْرِمِيْنَ	تُصَرِّفِيْنَ	تُقَاتِلِيْنَ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
تَجْتَنِبَانِ	تَسْتَنْصِرَانِ	تَنْفَطِرَانِ	تُكْرِمَانِ	تُصَرِّفَانِ	تُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
تَجْتَنِبْنَ	تَسْتَنْصِرْنَ	تَنْفَطِرْنَ	تُكْرِمْنَ	تُصَرِّفْنَ	تُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
أَجْتَنِبُ	أَسْتَنْصِرُ	أَنْفَطِرُ	أُكْرِمُ	أُصَرِّفُ	أُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
نَجْتَنِبُ	نَسْتَنْصِرُ	نَنْفَطِرُ	نُكْرِمُ	نُصَرِّفُ	نُقَاتِلُ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِى بِلَا

নাবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

اَلْاِجْتِنَابُ	اَلْاِسْتِنْصَارُ	اَلْاِنْفِطَارُ	اَلْاِكْرَامُ	اَلتَّصْرِيْفُ	اَلْمُقَاتَلَةُ	تَرْتِيبُ الصِّيغَةِ
لَايَجْتَنِبُ	لَايَسْتَنْصِرُ	لَايَنْفَطِرُ	لَايُكْرِمُ	لَايُصَرِّفُ	لَايُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَايَجْتَنِبَانِ	لَايَسْتَنْصِرَانِ	لَايَنْفَطِرَانِ	لَايُكْرِمَانِ	لَايُصَرِّفَانِ	لَايُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَايَجْتَنِبُوْنَ	لَايَسْتَنْصِرُوْنَ	لَايَنْفَطِرُوْنَ	لَايُكْرِمُوْنَ	لَايُصَرِّفُوْنَ	لَايُقَاتِلُوْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَاتَجْتَنِبُ	لَاتَسْتَنْصِرُ	لَاتَنْفَطِرُ	لَاتُكْرِمُ	لَاتُصَرِّفُ	لَاتُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَاتَجْتَنِبَانِ	لَاتَسْتَنْصِرَانِ	لَاتَنْفَطِرَانِ	لَاتُكْرِمَانِ	لَاتُصَرِّفَانِ	لَاتُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَايَجْتَنِبْنَ	لَايَسْتَنْصِرْنَ	لَايَنْفَطِرْنَ	لَايُكْرِمْنَ	لَايُصَرِّفْنَ	لَايُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَاتَجْتَنِبُ	لَاتَسْتَنْصِرُ	لَاتَنْفَطِرُ	لَاتُكْرِمُ	لَاتُصَرِّفُ	لَاتُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاتَجْتَنِبَانِ	لَاتَسْتَنْصِرَانِ	لَاتَنْفَطِرَانِ	لَاتُكْرِمَانِ	لَاتُصَرِّفَانِ	لَاتُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاتَجْتَنِبُوْنَ	لَاتَسْتَنْصِرُوْنَ	لَاتَنْفَطِرُوْنَ	لَاتُكْرِمُوْنَ	لَاتُصَرِّفُوْنَ	لَاتُقَاتِلُوْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاتَجْتَنِبِيْنَ	لَاتَسْتَنْصِرِيْنَ	لَاتَنْفَطِرِيْنَ	لَاتُكْرِمِيْنَ	لَاتُصَرِّفِيْنَ	لَاتُقَاتِلِيْنَ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاتَجْتَنِبَانِ	لَاتَسْتَنْصِرَانِ	لَاتَنْفَطِرَانِ	لَاتُكْرِمَانِ	لَاتُصَرِّفَانِ	لَاتُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاتَجْتَنِبْنَ	لَاتَسْتَنْصِرْنَ	لَاتَنْفَطِرْنَ	لَاتُكْرِمْنَ	لَاتُصَرِّفْنَ	لَاتُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاأَجْتَنِبُ	لَاأَسْتَنْصِرُ	لَاأَنْفَطِرُ	لَاأُكْرِمُ	لَاأُصَرِّفُ	لَاأُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
لا نَجْتَنِبُ	لَانَسْتَنْصِرُ	لَانَنْفَطِرُ	لَانُكْرِمُ	لَانُصَرِّفُ	لَانُقَاتِلُ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِى بِلَمْ

لَمْ যোগে নাবাচক فِعْل مُضَارِع কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

اَلْاِجْتِنَابْ	الاِسْتِنْصَارُ	الاِنْفِطَارُ	اَلْإِكْرَامُ	التَّصْرِيْفُ	اَلْمُقَاتَلَةُ/ القِتَالُ	تَرْتِيبُ الصِّيغَةِ
لَمْ يَجْتَنِبْ	لَمْ يَسْتَنْصِرْ	لَمْ يَنْفَطِرْ	لَمْ يُكْرِمْ	لَمْ يُصَرِّفْ	لَمْ يُقَاتِلْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَمْ يَجْتَنِبَا	لَمْ يَسْتَنْصِرَا	لَمْ يَنْفَطِرَا	لَمْ يُكْرِمَا	لَمْ يُصَرِّفَا	لَمْ يُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَمْ يَجْتَنِبُوْا	لَمْ يَسْتَنْصِرُوْا	لَمْ يَنْفَطِرُوْا	لَمْ يُكْرِمُوْا	لَمْ يُصَرِّفُوْا	لَمْ يُقَاتِلُوْا	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَمْ تَجْتَنِبْ	لَمْ تَسْتَنْصِرْ	لَمْ تَنْفَطِرْ	لَمْ تُكْرِمْ	لَمْ تُصَرِّفْ	لَمْ تُقَاتِلْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَمْ تَجْتَنِبَا	لَمْ تَسْتَنْصِرَا	لَمْ تَنْفَطِرَا	لَمْ تُكْرِمَا	لَمْ تُصَرِّفَا	لَمْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَمْ يَجْتَنِبْنَ	لَمْ يَسْتَنْصِرْنَ	لَمْ يَنْفَطِرْنَ	لَمْ يُكْرِمْنَ	لَمْ يُصَرِّفْنَ	لَمْ يُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَمْ تَجْتَنِبْ	لَمْ تَسْتَنْصِرْ	لَمْ تَنْفَطِرْ	لَمْ تُكْرِمْ	لَمْ تُصَرِّفْ	لَمْ تُقَاتِلْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَمْ تَجْتَنِبَا	لَمْ تَسْتَنْصِرَا	لَمْ تَنْفَطِرَا	لَمْ تُكْرِمَا	لَمْ تُصَرِّفَا	لَمْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَمْ تَجْتَنِبُوْا	لَمْ تَسْتَنْصِرُوْا	لَمْ تَنْفَطِرُوْا	لَمْ تُكْرِمُوْا	لَمْ تُصَرِّفُوْا	لَمْ تُقَاتِلُوْا	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَمْ تَجْتَنِبِيْ	لَمْ تَسْتَنْصِرِيْ	لَمْ تَنْفَطِرِيْ	لَمْ تُكْرِمِيْ	لَمْ تُصَرِّفِيْ	لَمْ تُقَاتِلِيْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَمْ تَجْتَنِبَا	لَمْ تَسْتَنْصِرَا	لَمْ تَنْفَطِرَا	لَمْ تُكْرِمَا	لَمْ تُصَرِّفَا	لَمْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَمْ تَجْتَنِبْنَ	لَمْ تَسْتَنْصِرْنَ	لَمْ تَنْفَطِرْنَ	لَمْ تُكْرِمْنَ	لَمْ تُصَرِّفْنَ	لَمْ تُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَمْ أَجْتَنِبْ	لَمْ أَسْتَنْصِرْ	لَمْ أَنْفَطِرْ	لَمْ أُكْرِمْ	لَمْ أُصَرِّفْ	لَمْ أُقَاتِلْ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
لَمْ نَجْتَنِبْ	لَمْ نَسْتَنْصِرْ	لَمْ نَنْفَطِرْ	لَمْ نُكْرِمْ	لَمْ نُصَرِّفْ	لَمْ نُقَاتِلْ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِي الْمَعْرُوْف بِلَنْ التَاكِيدِ

لَنْ যোগে দৃঢ়তাসূচক নাবাচক ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

اَلْاِجْتِنَابْ	الاِسْتِنْصَارُ	الاِنْفِطَارُ	اَلْاِكْرَامُ	التَّصْرِيْفُ	اَلْمُقَاتَلَةُ	تَرْتِيبُ الصِّيغَةِ
لَنْ يَجْتَنِبَ	لَنْ يَسْتَنْصِرَ	لَنْ يَنْفَطِرَ	لَنْ يُكْرِمَ	لَنْ يُصَرِّفَ	لَن يُقَاتِلَ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغائِبِ
لَنْ يَجْتَنِبَا	لَنْ يَسْتَنْصِرَا	لَنْ يَنْفَطِرَا	لَن يُكْرِمَا	لَنْ يُصَرِّفَا	لَنْ يُقَاتِلَا	اَلْمُثَنّى الْمُذَكَّرُ لِلْغائِبِ
لنْ يَجْتَنِبُوْا	لَنْ يَسْتَنْصِرُوْا	لَنْ يَنْفَطِرُوْا	لَنْ يُكْرِمُوْا	لَنْ يُصَرِّفُوْا	لَنْ يُقَاتِلُوْا	الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغائِبِ
لَنْ تَجْتَنِبَ	لَنْ تَسْتَنْصِرَ	لَنْ تَنْفَطِرَ	لَنْ تُكْرِمَ	لَنْ تُصَرِّفَ	لَنْ تُقَاتِلَ	اَلْمُفْرَدُالْمُؤَنَّث لِلْغائِبِ
لَنْ تَجْتَنِبَا	لَنْ تَسْتَنْصِرَا	لَنْ تَنْفَطِرَا	لَنْ تُكْرِمَا	لَنْ تُصَرِّفَا	لَنْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنّى الْمُؤَنَّث لِلْغائِب
لَنْ يَجْتَنِبْنَ	لَنْ يَسْتَنْصِرْنَ	لَنْ يَنْفَطِرْنَ	لَمْ يُكْرِمْنَ	لَنْ يُصَرِّفْنَ	لَنْ يُقَاتِلْنَ	الجَمْعُ الْمُؤَنَّث لِلْغائِبِ
لنْ اتَجْتَنِبَ	لَنْ تَسْتَنْصِرَ	لَنْ تَنْفَطِرَ	لَنْ تُكْرِمَ	لَنْ تُصَرِّفَ	لَنْ تُقَاتِلَ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لنْ تَجْتَنِبَا	لَنْ تَسْتَنْصِرَا	لَنْ تَنْفَطِرَا	لَنْ تُكْرِمَا	لَنْ تُصَرِّفَا	لَنْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لنْ تَجْتَنِبُوْا	لَنْ تَسْتَنْصِرُوْا	لَنْ تَنْفَطِرُوْا	لَنْ تُكْرِمُوْا	لَمْ تُصَرِّفُوْا	لَنْ تُقَاتِلُوْا	الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لنْ تَجْتَنِبِيْ	لَنْ تَسْتَنْصِرِيْ	لَنْ تَنْفَطِرِيْ	لَنْ تُكْرِمِيْ	لَن تُصَرِّفِيْ	لَنْ تُقَاتِلِيْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ
لنْ اتَجْتَنِبَا	لَنْ تَسْتَنْصِرَا	لَنْ تَنْفَطِرَا	لَنْ تُكْرِمَا	لَنْ تُصَرِّفَا	لَنْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنّى الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ
لَنْ تَجْتَنِبْنَ	لَنْ تَسْتَنْصِرْنَ	لَن تَنْفَطِرْنَ	لَنْ تُكْرِمْنَ	لَنْ تُصَرِّفْنَ	لَنْ تُقَاتِلْنَ	الجَمْعُ الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ
لَنْ أَجْتَنِبَ	لَنْ أَسْتَنْصِرَ	لَنْ أَنْفَطِرَ	لَن أُكْرِمَ	لَنْ أُصَرِّفَ	لَنْ أُقَاتِلَ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
لَنْ نَجْتَنِبَ	لَنْ نَسْتَنْصِرَ	لَنْ نَنْفَطِرَ	لَنْ نُكْرِمَ	لَنْ نُصَرِّفَ	لَنْ نُقَاتِلَ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَعْرُوف بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُونِ التَّاكِيْد

لَامْ تَاكِيْد وَ نُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة যোগে ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার আলোচনা

اَلْاِجْتِنَابُ	الاِسْتِنْصَارُ	الاِنْفِطَارُ	اَلْإِكْرَامُ	التَّصْرِيْفُ	اَلْمُقَاتَلَةُ	تَرْتِيبُ الصِّيغَةِ
لَيَجْتَنِبَنَّ	لَيَسْتَنْصِرَنَّ	لَيَنْفَطِرَنَّ	لَيُكْرِمَنَّ	لَيُصَرِّفَنَّ	لَيُقَاتِلَنَّ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَيَجْتَنِبَانِّ	لَيَسْتَنْصِرَانِّ	لَيَنْفَطِرَانِّ	لَيُكْرِمَانِّ	لَيُصَرِّفَانِّ	لَيُقَاتِلَانِّ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَيَجْتَنِبُنَّ	لَيَسْتَنْصِرُنَّ	لَيَنْفَطِرُنَّ	لَيُكْرِمُنَّ	لَيُصَرِّفُنَّ	لَيُقَاتِلُنَّ	الْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَتَجْتَنِبَنَّ	لَتَسْتَنْصِرَنَّ	لَتَنْفَطِرَنَّ	لَتُكْرِمَنَّ	لَتُصَرِّفَنَّ	لَتُقَاتِلَنَّ	اَلْمُفْرَدُالْمُؤَنَّث لِلْغَائِبِ
لَتَجْتَنِبَانِّ	لَتَسْتَنْصِرَانِّ	لَتَنْفَطِرَانِّ	لَتُكْرِمَانِّ	لَتُصَرِّفَانِّ	لَتُقَاتِلَانِّ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّث لِلْغَائِبِ
لَيَجْتَنِبْنَانِّ	لَيَسْتَنْصِرْنَانِّ	لَيَنْفَطِرْنَانِّ	لَيُكْرِمْنَانِّ	لَيُصَرِّفْنَانِّ	لَيُقَاتِلْنَانِّ	الْجَمْعُ الْمُؤَنَّث لِلْغَائِبِ
لَتَجْتَنِبَنَّ	لَتَسْتَنْصِرَنَّ	لَتَنْفَطِرَنَّ	لَتُكْرِمَنَّ	لَتُصَرِّفَنَّ	لَتُقَاتِلَنَّ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَتَجْتَنِبَانِّ	لَتَسْتَنْصِرَانِّ	لَتَنْفَطِرَانِّ	لَتُكْرِمَانِّ	لَتُصَرِّفَانِّ	لَتُقَاتِلَانِّ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَتَجْتَنِبُنَّ	لَتَسْتَنْصِرُنَّ	لَتَنْفَطِرُنَّ	لَتُكْرِمُنَّ	لَتُصَرِّفُنَّ	لَتُقَاتِلُنَّ	الْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَتَجْتَنِبِنَّ	لَتَسْتَنْصِرِنَّ	لَتَنْفَطِرِنَّ	لَتُكْرِمِنَّ	لَتُصَرِّفِنَّ	لَتُقَاتِلِنَّ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ
لَتَجْتَنِبَانِّ	لَتَسْتَنْصِرَانِّ	لَتَنْفَطِرَانِّ	لَتُكْرِمَانِّ	لَتُصَرِّفَانِّ	لَتُقَاتِلَانِّ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ
لَتَجْتَنِبْنَانِّ	لَتَسْتَنْصِرْنَانِّ	لَتَنْفَطِرْنَانِّ	لَتُكْرِمْنَانِّ	لَتُصَرِّفْنَانِّ	لَتُقَاتِلْنَانِّ	الْجَمْعُ الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ
لَأَجْتَنِبَنَّ	لَأَسْتَنْصِرَنَّ	لَأَنْفَطِرَنَّ	لَأُكْرِمَنَّ	لَأُصَرِّفَنَّ	لَأُقَاتِلَنَّ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
لَنَجْتَنِبَنَّ	لَنَسْتَنْصِرَنَّ	لَنَنْفَطِرَنَّ	لَنُكْرِمَنَّ	لَنُصَرِّفَنَّ	لَنُقَاتِلَنَّ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ কাকে বলে? এর গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ।

২। اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَنْ কাকে বলে? গঠন প্রণালী আলোচনা কর।

৩। اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِى بِلَمْ কাকে বলে? গঠন প্রণালী আলোচনা কর।

৪। نُوْنُ التَّاكِيْد কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদারণসহ আলোচনা কর।

৫। لَم শব্দটি فِعْل مُضَارِعْ এর মধ্যে কী কী আমল করে? আলোচনা কর।

৬। اَلْاِجْتِنَابُ মাসদার দিয়ে اَلْمُضَارِعْ اَلْمُثْبَتْ اَلْمَعْروف এর রূপান্তর লেখ।

৭। اَلْاِسْتِغْفَارُ মাসদার দিয়ে اَلْمُضَارِعْ اَلْمَنْفى بلم এর রূপান্তর লেখ।

৮। اَلتَّعْلِيْمُ মাসদার দিয়ে اَلْمُضَارِعْ اَلْمُثْبَتْ بِلَمِ التَّاكِيْد وَنُوْنِ التَّاكِيْد এর রূপান্তর লেখ।

৯। নিম্নোক্ত ইবারত হতে اَلْفِعْل اَلْمُضَارع এর বিভিন্ন বহসের শব্দগুলো বের কর:

(١) حَقُّ الْوَالِدَيْنِ: أَنْ نُحِبَّهُمَا وَنُطِيْعَهُمَا وَنُقَدِّمَ لَهُمَا كُلَّ مَا نَسْتَطِيْعُ وَبِخَاصَّةٍ اِذَا بَلَغَتْ بِهِمَا السِّنّ، وَلِتَجْتَنِبن مِنْ مُعَامَلَة سَيِّئَة .

(٢) كُلُّ مَوَاطِنٍ يُحِبُّ وَطَنَهُ ، لِأَنَّهُ وُلِدَ فِيْهِ، وَيَتَنَاوَلُ مِنْ مَأْكُوْلَاتِهِ، وَهُوَ يَجْتَهِدُ لِرُقِيِّهِ دَائِمًا، وَيُحَاوِلُ لِإِقَامَةِ الْإِسْلَامِ فِى الْوَطَنِ .

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ পাঠ

فِعْلُ الْأَمْرِ : أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে'লে আমর : তার প্রকার ও রূপান্তরসমূহ

নিম্নের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (আমাদের সঠিক পথ দেখাও)।

اِرْكَبْ عَلَي السَّيَّارَةِ (তুমি গাড়িতে আরোহণ কর)।

اِجْتَنِبُوْا مِنَ الظَّنِّ (তোমরা ধারনা করা থেকে বিরত থাক)।

اِسْمَعْ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ (তুমি কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ কর)।

اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর)।

উপরের উদাহরণগুলোতে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পাবে যে নিম্ন রেখাবিশিষ্ট শব্দগুলো যথা- اِهْدِ ; اِرْكَبْ ; اِجْتَنِبُوْا ; اِسْمَعْ ও اُدْخُلُوْا আদেশসূচক অর্থ বোঝায়। সুতরাং আদেশসূচক অর্থ বোঝানোর কারণে শব্দগুলোকে আরবিতে فِعْلُ الْأَمْرِ তথা আদেশসূচক ক্রিয়া বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

فِعْلُ الْأَمْرِ -এর পরিচয় : اَلْأَمْرُ শব্দটি بَاب نَصَرَ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- আদেশ দেয়া, হুকুম করা ইত্যাদি। পরিভাষায় فِعْلُ الْأَمْرِ বলা হয়-

اَلْأَمْرُ صِيْغَةٌ يُطْلَبُ بِهَا إِنْشَاءُ فِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ

অর্থাৎ যে ফেল দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ করার আদেশ নির্দেশ কিংবা অনুরোধ করা হয়, তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ বলে। সহজভাবে বলা যায়, فِعْلُ الْأَمْرِ হলো এমন শব্দরূপ, যার দ্বারা ভবিষ্যতে কোনো কাজ সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

فِعْلُ الْأَمْرِ -এর প্রকার : فِعْلُ الْأَمْرِ দু প্রকার। যথা-

১. اَلْأَمْرُ بِالصِّيْغَةِ (শব্দরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত আমর)

২. اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ (لام যোগে গঠিত আমর)

اَلْأَمْرُ بِالصِّيْغَةِ-এর সংজ্ঞা : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর শাব্দিক রূপ পরিবর্তন করে যে أَمْر সীগাহ গঠন করা হয়, তাকে اَلْأَمْرُ بِالصِّيْغَةِ বলে। যেমন- تَفْعَلُ থেকে اِفْعَلْ ইত্যাদি।

اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ এর সংজ্ঞা : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ শুরুতে لَامُ الْأَمْرِ যুক্ত করে যে صيغة গঠন করা হয়, তাকে اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ বলে। যেমন- يَفْعَلُ থেকে لِيَفْعَلْ ইত্যাদি।

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ -এর صِيْغَة থেকে فِعْلُ الْأَمْرِ এর صيغة গঠিত হয়। যেমন-

ক) مُضَارِع غَائِبْ থেকে أَمْرُ غَائِبْ এর صيغة ।

খ) مُضَارِعْ حَاضِرْ থেকে أَمْرُ حَاضِرْ এর صيغة ।

গ) مُضَارِع مُتَكَلِّمْ থেকে أَمْرُ مُتَكَلِّمْ এর صيغة ।

নিম্নের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হয়-

প্রথমে فِعْلُ مُضَارِع এর صِيْغَةْ হতে عَلَامَةُ الْمُضَارِعِ বিলোপ করতে হবে; যদি عَلَامَةُ الْمُضَارِعِ বিলোপ করার পর فَاء كَلِمَةْ সাকিনযুক্ত হয়, তবে প্রথমে একটি هَمْزَةْ যোগ করতে হবে; عَيْن كَلِمَةْ পেশযুক্ত হলে হামযাটি পেশযুক্ত হবে। আর عَيْن كَلِمَةْ তে যবর বা যের হলে শুরূতে যেরবিশিষ্ট হামযা যোগ করতে হবে। আর لَامْ كَلِمَةْ হরফে সহীহ হলে সাকিন করতে হবে এবং হরফে ইল্লত হলে বিলোপ করতে হবে। যেমন- تَنْصُرُ থেকে اُنْصُرْ ও تَفْتَحُ থেকে اِفْتَحْ ও تَجْتَنِبُ থেকে اِجْتَنِبْ এবং تَخْشَي থেকে اِخْشِ ও تَرْمِيْ থেকে اِرْمِ।

মনে রাখবে, أَمْرُ حَاضِرْ مَعْرُوْف কে আরবি ভাষায় أَمْرُ بِالصِّيْغَةْ বলা হয়। مضارع-এর চিহ্ন বিলুপ্ত করার পর فَاء كَلِمَةْ যদি হরকতযুক্ত হয়, তবে শেষাক্ষরে সাকিনযুক্ত হবে। যেমন- تَعِدُ থেকে عِدْ আর শব্দের শেষাক্ষরটি যদি حَرْفُ الْعِلَّةِ হয়, তাহলে তা বিলোপ হবে। যেমন- تَقِيْ থেকে قِ।

اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ-এর গঠন প্রণালী : فِعْل مُضَارِعْ-এর সীগাসমূহের পূর্বে لَامُ الْأَمْرِ তথা যেরযুক্ত لام যোগ করে اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ গঠন করতে হয়। এবং لَامُ الْأَمْرِ হরফটি فِعْل مُضَارِعْ সীগাসমূহের শেষে (পেশবিশিষ্ট সীগাহসমূহে) حَرْفُ صَحِيْح হলে سَاكِنْ দেয় এবং حَرْفُ الْعِلَّةِ হলে তাকে বিলোপ করে। আর نُوْنٌ اِعْرَابِيٌّ যুক্ত সীগাহসমূহে نُوْنٌ اِعْرَابِيٌّ কে বিলোপ করে। যেমন- يُكْرِمُ থেকে لِيُكْرِمْ ও يَجْتَنِبَانِ থেকে لِيَجْتَنِبَا।

ثُلَاثِيْ مَزِيْد فِيْه থেকে ثُلَاثِـي مُجَرَّد-এর রূপান্তর তোমরা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়েছ। এখানে فِعْلُ الْأَمْر-এর রূপান্তর দেয়া হল-

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ لِلْمَعْرُوْفِ

আদেশসূচক কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ						تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
اِجْتَنِبْ	اِسْتَنْصِرْ	أَكْرِمْ	صَرِّفْ	قَاتِلْ	تَقَبَّلْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنِبَا	اِسْتَنْصِرَا	أَكْرِمَا	صَرِّفَا	قَاتِلَا	تَقَبَّلَا	اَلْمُثَنّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنِبُوْا	اِسْتَنْصِرُوْا	أَكْرِمُوْا	صَرِّفُوْا	قَاتِلُوْا	تَقَبَّلُوْا	الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنِبِيْ	اِسْتَنْصِرِيْ	أَكْرِمِيْ	صَرِّفِيْ	قَاتِلِيْ	تَقَبَّلِيْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنِبَا	اِسْتَنْصِرَا	أَكْرِمَا	صَرِّفَا	قَاتِلَا	تَقَبَّلَا	اَلْمُثَنّى الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنِبْنَ	اِسْتَنْصِرْنَ	أَكْرِمْنَ	صَرِّفْنَ	قَاتِلْنَ	تَقَبَّلْنَ	الجَمْعُ الْمُؤَنَّث لِلْمُخَاطَبِ
تَصْرِيْفٌ						تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
لِيَجْتَنِبْ	لِيَسْتَنْصِرْ	لِيُكْرِمْ	لِيُصَرِّفْ	لِيُقَاتِلْ	لِيَتَقَبَّلْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغائِبِ
لِيَجْتَنِبَا	لِيَسْتَنْصِرَا	لِيُكْرِمَا	لِيُصَرِّفَا	لِيُقَاتِلَا	لِيَتَقَبَّلَا	اَلْمُثَنّى الْمُذَكَّرُ لِلْغائِبِ
لِيَجْتَنِبُوْا	لِيَسْتَنْصِرُوْا	لِيُكْرِمُوْا	لِيُصَرِّفُوْا	لِيُقَاتِلُوْا	لِيَتَقَبَّلُوْا	الجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغائِبِ
لِتَجْتَنِبْ	لِتَسْتَنْصِرْ	لِتُكْرِمْ	لِتُصَرِّفْ	لِتُقَاتِلْ	لِتَتَقَبَّلْ	اَلْمُفْرَدُالْمُؤَنَّث للْغائِبِ
لِتَجْتَنِبَا	لِتَسْتَنْصِرَا	لِتُكْرِمَا	لِتُصَرِّفَا	لِتُقَاتِلَا	لِتَتَقَبَّلَا	اَلْمُثَنّى الْمُؤَنَّث لِلْغائِبِ
لِيَجْتَنِبْنَ	لِيَسْتَنْصِرْنَ	لِيُكْرِمْنَ	لِيُصَرِّفْنَ	لِيُقَاتِلْنَ	لِيَتَقَبَّلْنَ	الجَمْعُ الْمُؤَنَّث لِلْغائِبِ
لِأَجْتَنِبْ	لِأَسْتَنْصِرْ	لِأُكْرِمْ	لِأُصَرِّفْ	لِأُقَاتِلْ	لِأَتَقَبَّلْ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
لِنَجْتَنِبْ	لِنَسْتَنْصِرْ	لِنُكْرِمْ	لِنُصَرِّفْ	لِنُقَاتِلْ	لِنَتَقَبَّلْ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। فِعْلُ الْأَمْر কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। اَلْأَمْرُ الْمَعْرُوْفُ لِلْمُخَاطَبِ এর গঠন প্রণালী আলোচনা কর।

৩। اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ এর গঠন প্রণালী উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৪। اَلْأَمْرُ الْمَعْرُوْفُ لِلْمُخَاطَبِ এর রূপান্তর লেখ। اَلْاِنْفِطَارُ মাসদার দিয়ে

৫। اَلْأَمْرُ الْمَعْرُوْفُ لِلْغَائِبِ এর রূপান্তর লেখ। اَلْاِسْتِنْصَارُ মাসদার দিয়ে

৬। নিচের অংশ হতে صيغة فِعْلُ الْأَمْر-এর সমূহ আলাদা করে দেখাও :

قَالَتِ الْأُمُّ : يَا بِنْتِيْ ! أَعِدِّىْ اللَّبَنَ وَاخْلُطْهُ بِالْمَاءِ وَاذْهَبِيْ بِهِ إِلَى السُّوْقِ وَبِعِيْهِ بِرِبْحٍ كَثِيْرٍ. قَالَتِ الْبِنْتُ : أَخَافُ اللهَ الَّذِىْ يَرَى الْعَالَمَ كُلَّهَا. لَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ هٰذِهِ الْمُكَالَمَةَ قَالَ لِإِبْنِهِ : تَزَوَّجْ هٰذِهِ الْبِنْتَ الَّتِي تَخْشَى اللهَ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ.

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ : সপ্তম পাঠ

فِعْلُ النَّهْيِ : تَعْرِيْفُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে'লে নাহী : তার পরিচয় ও রূপান্তরসমূহ

নিম্নের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

يَا بُنَيَّ! لَا تُشْرِكْ بِاللهِ (হে বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে শিরক কর না)।

لَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ (তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না)।

لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا (তুমি অপচয় কর না)।

لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ (দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা সন্তান হত্যা কর না)।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا (খাও এবং পান কর। তবে অপচয় কর না)।

উপরের উদাহরণগুলোতে দেখা যাবে যে, নিম্ন রেখাবিশিষ্ট শব্দগুলো নিষেধসূচক অর্থ বোঝায়। সুতরাং নিষেধসূচক অর্থ বোঝানোর কারণে এ গুলোকে فِعْلُ النَّهْى বলে।।

اَلْقَوَاعِدُ

فِعْلُ النَّهِى-এর পরিচয় : যে فِعْلْ দ্বারা কোনো কিছু করা থেকে নিষেধ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ النَّهِى বলে। যেমন- لَا تَهْرُبْ (তুমি পলায়ন কর না)।

فِعْلُ النَّهِى -এর গঠন প্রণালী : প্রথমে اَلْمُضَارِعْ -এর পূর্বে নিষেধসূচক لَا لِلنَّهْيِ যোগ করে فِعْلُ النَّهِى -এর صِيْغَةْ গঠিত হয়। অতঃপর পাঁচ صِيْغَةْ -তে جَزَمْ দেয় যদি শেষ হরফটি حَرْفِ عِلَّةْ না হয়। صِيْغَةْ পাঁচটি হলো-

جَمْع مُتَكَلِّمْ وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ وَاحِدِ مُذَكَّرِ حَاضِرْ وَاحِدِ مُؤَنَّثِ غَائِبْ وَاحِدِ مُذَكَّرِ غَائِبْ

তবে لَامْ كَلِمَةْ বা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ عِلَّةْ হলে তা ফেলে দিতে হবে। যেমন- تَـرْمِىْ থেকে لَا تَـرْمِ আর সাতটি صِيْغَةْ হতে نُوْنِ اِعْرَابِىْ কে বাদ দিতে হবে। চার تَثْنِيَةْ দুই غَائِبْ ও جَمْع مُذَكَّرِ حَـاضِرْ আর একটি وَاحِدِ مُؤَنَّثِ حَاضِرْ ।

لا দুটি সীগাহ তথা جمع مؤنث غائب ، جمع مؤنث حاضر এর মধ্যে কোনো আমল করবে না। মনে রেখ, نَهْى এর সীগাহ এর শেষাক্ষরে نون تاكيد যুক্ত হয়। যেমনিভাবে أمر এর শেষোক্ষরে যুক্ত হয়।